# মণ্ডলীর সংবিধান

চার্চ অর্ডার

সিঙ্গাপুরস্থিত কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চ অফ ইন্ডিয়া

গৃহীত, জানুয়ারী ২০২৫



## ভূমিকা

২০১০ সালে কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চ তার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উদ্দেশে প্রটেস্টান্ট রিফর্মড চার্চগুলির, চার্চ অর্ডার অধ্যয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল চার্চ বিশ্বাসীদের একটি একক মণ্ডলী, এই সময় পবিত্র বাইবেলের মূল নীতিসমূহকে বজায় রাখতে পর্যাপ্ত যত্ন নেওয়া হয়েছিল।

১লা মার্চ ২০১১ সালে কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এই চার্চ অর্ডার গৃহীত হয়।

### নীতিসমূহ

মণ্ডলী পরিচালনার বেশ কিছু মৌলিক সংস্কার নীতি যেগুলি ডরড্রেচেট মণ্ডলীর সমর্থিত আদেশ।

১) প্রধান নীতি হল এই যে, খ্রীষ্টই তাঁর মণ্ডলীর রাজা। অতএব মণ্ডলীর সকল মানুষের জীবন (পরিচালকসহ) সেই রাজার ইচ্ছার সঙ্গে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

২) খ্রীষ্টই ভাববাদী, যাজক এবং রাজা—একত্রে এই তিন বিভাগের পিতা ঈশ্বর মনোনীত পদাধিকারী। তিনি তাঁর নিযুক্ত ও অভিষিক্ত পদাধিকারীদের দ্বারা তাঁর মণ্ডলীর উপর রাজত্ব ও পরিচালনা করেন।

এইভাবে, বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক তার দপ্তরের মধ্য দিয়ে ভাববাদী হিসাবে খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করেন, প্রাচীনবর্গ (elders) তাদের দপ্তরে খ্রীষ্ট রাজার এবং ডিকন তাঁর দপ্তরে যাজকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৩) ডরড্রেচেট-এর চার্চ অর্ডার যত্নসহকারে স্থানীয় মণ্ডলীর স্বায়ত্তশাসন ও মণ্ডলীগুলির ফেডারেশনের মধ্যে সংস্কারকৃত মণ্ডলীর নীতি অনুসারে সুক্ষ্মভাবে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষা করে। সংশোধিত ব্যবস্থা যাজকতন্ত্রকে এড়িয়ে, খ্রীষ্ট যে তাঁর কর্তৃত্ব স্থানীয় মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারীদের প্রদান করেন— এ বিষয়ে জোর দেয়। একইসঙ্গে, সংস্কারকৃত মণ্ডলীর নীতি নিয়ন্ত্রন মুক্তির স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে, কেবলমাত্র একক মণ্ডলীগুলিকে সংঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে এমন নয়; কিন্তু তারা যেন একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে এবং বৃহত্তর সংগঠনের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থি না হয় সে

বিষয়ও যত্নবান হয়।

এই নীতিগুলি ডরড্রেচেট মণ্ডলীর চার্চ অর্ডারে সংরক্ষিত আছে।

**বিধিসংগত ক্ষমতা** (AUTHORITY)

মণ্ডলী আদেশকে (Church order) একটি ছোট স্বীকারোক্তি বলা হয়। তার মানে এই নয় যে এটির গুরুত্ব কম, এবং এর পরিধি কিছু সংকীর্ণ; এবং বলা যায় এটা শাস্ত্রের সত্যতার ব্যবহারিক প্রয়োগের বিকাশ ঘটায়। আদেশ সমূহের মধ্যে সরাসরি শাস্ত্রের শিক্ষানুসারে রচিত নিবন্ধগুলি পাওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ এতে আছে পদাধিকারীদের কর্তব্যের বর্ণনা এবং খ্রীষ্টিয় অনুশাসনগুলি কার্যকরী করার উপায়।

অন্যান্য নিবন্ধগুলি সরাসরি শাস্ত্রে পাওয়া নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে রচিত নয়, কিন্তু সুষ্ঠ আদেশগুলি মণ্ডলীর কাছে সহজতর করে, যেহেতু এই ধরণের নিবন্ধগুলি যা পবিত্র প্রভুরভোজ অনুষ্ঠানের ও যাজকদের সমাবেশ বৈঠকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রক্ষা করে। যেহেতু মণ্ডলী আদেশ (Church order) শাস্ত্রীয় সত্য ও মণ্ডলী পরিচালনার নীতিগুলি ঘোষণা করে; সেই জন্য, এর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি ও কর্তৃত্ব আছে। এমনকী অন্যান্য আরও অধিক বাস্তবসম্মত বিধিনিয়মগুলি কোন মণ্ডলী বা ব্যক্তিবিশেষ কোনভাবে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

এগুলি বিধিনিয়ম, যা সুষ্ঠ নির্দেশের জন্য মণ্ডলীগুলি দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

**প্রয়োজনীয়তা:**

মণ্ডলীর সুষ্ঠ নিয়মাবলী (Church order) ঈশ্বরেরই আদেশ। এটা প্রতিভাত হয় ঈশ্বরের পুরাতন নিয়ম, মণ্ডলী, ইস্রায়েল (O.T, Church, Israel) অভিষেকের আদেশের মধ্যে, সেই ঐশবিধি নিয়মের কথা ভাবা যাক—যার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। মন্দির পরিষেবার নিয়মাবলী, শত শত হাজার হাজার উপজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া মানুষ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়! এই একই আদেশ নতুন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে বিরাজমান। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের অভিষিক্ত করেছেন; তাঁরা ডিকনদের অভিষিক্ত করেছেন বিধবা ও অন্যান্যদের পরিচর্যা দেওয়ার জন্য। প্রেরিত পৌল তীতের প্রতি পত্রে লেখেন, ''আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম,



প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর;'' (তীত ১:৫) তিনি আরও আদেশ দিয়েছিলেন—''কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক'' (১ করিন্থীয় ১৪:৪০) এটাই সংস্কারকৃত মণ্ডলী আদেশ সমূহের (Church order) আবশ্যকতা। বিশ্বস্ত আনুগত্যের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের শান্তি ও ঐক্যের আশীর্বাদ তাঁর মণ্ডলীর উপর বর্ষিত হয়েছে।

## ভূমিকা

**অনুচ্ছেদ—১**

খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে সুষ্ঠ আদেশবলী মেনে চলার স্বার্থে—বিভিন্ন দপ্তর, সমাবেশ, ধর্মতত্ত্বের তদারকি, সাক্রামেন্ট ও উৎসব উদযাপন এবং খ্রীষ্টিয় অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে—যে ব্যাপারে নীচের অনুচ্ছেদগুলি যথাযথ বিবেচনা করার গুরুত্ব আছে।

## কার্যালয় সম্বন্ধীয়

**অনুচ্ছেদ—২**

কার্যালয়গুলি তিন ধরণের: বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের, প্রাচীনদের (Elders) ও ডিকনদের (decons)।

**অনুচ্ছেদ—৩**

কেউই, তিনি ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হন, প্রাচীণ অথবা ডিকন হন—আইনানুগ আহ্বান ছাড়া বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হতে এবং প্রভুরভোজ সম্পাদন করতে অনুমতি পাবেন না। যখন কেউ এর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও এই ধরণের আচরণ থেকে বিরত না হয়—সেক্ষেত্রে ক্লাসিস (Classis) বিচার করে দেখবেন যে তাকে একজন বিভেদ প্রচারক হিসাবে ঘোষণা করা হবে অথবা অন্য কোন উপায়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত**

ক) ক্লাসিস—এর (Classis) অনুপস্থিতিতে, কনসিসটোরী (Consistory) বিচার করবেন।

**অনুচ্ছেদ–৪**

যারা পূর্বে কোন পদে ছিলেন না, তাদের আইনানুগ আহ্বান নির্ভর করবে:

**প্রথমত,** কনসিসটোরী (Consistory) ও ডিকন (Decon) দ্বারা নির্বাচন–যা প্রার্থনার দ্বারা শুরু হবে, এবং এই উদ্দেশে কনসিসটোরী প্রবর্তিত বিধিনিয়ম এবং যাজকীয় অধ্যাদেশ যথাযত পালনের মাধ্যমে এই ব্যাপারে নিয়মানুযায়ী যারা মণ্ডলী কর্তৃক উপযুক্ত ঘোষিত হবেন, কেবল তাদেরই প্রথমবারের জন্য বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হিসাবে আহ্বান করা হবে, এবং অধিকন্তু, ক্লাসিস-এর উপদেশ অনুযায়ী অথবা এই উপলক্ষে তাদের নিয়োজিত উপদেষ্টার (Counsellor) মাধ্যমে।

**দ্বিতীয়ত,** ধর্মতত্ত্ব ও জীবনযাপন–এই দুই এর পরীক্ষা, যা ক্লাসিস পরিচালনা করবে আর এই আহ্বানকে অনুমতির জন্য উপস্থাপন করতে হবে – যা সিনোডের তিনজন উপাধক্ষের উপস্থিতিতে হতে হবে।

**তৃতীয়ত,** আহ্বায়ক মণ্ডলী সদস্যদের অনুমোদনের জন্য যখন পর পর দুই রবিবার বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের নাম ঘোষিত হয় এবং এ ব্যাপারে কোন আইনানুগ আপত্তি না ওঠে, সেক্ষেত্রে কোন অনুমোদনের আর প্রয়োজন হয় না, মণ্ডলী সদস্যদের সহযোগিতায় পূর্বে দাখিল করা মনোনয়নকারীকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়।

পরিশেষে, মণ্ডলী সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অভিষেকপর্ব–যা যথাযত অঙ্গীকার ও জিজ্ঞাসাবাদ, উপদেশ ও প্রার্থনা এবং পরিচালনাকারী পুরোহিতের হস্তার্পণ (এবং এই উপলক্ষে উপস্থিত মণ্ডলীর অন্যান্য পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গের) দ্বারা সম্পন্ন হবে।

**অনুচ্ছেদ ৪ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ**

ক) বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের নির্বাচন নিম্নলিখিত উপায়ে পরিচালিত হবে:

১) কনসিসটোরী (Consistory) তিনজন বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক বা প্রার্থীদের মনোনয়ন করবে।

২) মনোনয়নগুলি মণ্ডলী সদস্যদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে পর পর দুই রবিবার তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

৩) পর পর দুই রবিবার ঘোষণার পর, সমবেত মণ্ডলীর পুরুষ সদস্যদের সভায়, তারা জমাকৃত মনোনয়নগুলির মধ্য থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করবে। প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই চুড়ান্ত হবে। তিরস্কৃত ও প্রভুর ভোজগ্রাহী নয়–এমন সদস্যদের



ভোট দানের অধিকার থাকবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর কত ভোট পাওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে চিহ্নহীন (blank) ভোটগুলি অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

খ) ক্লাসিস (Classis) ও উপদেষ্টার (Counsellor) প্রতি পরামর্শ। নীচের প্রয়োগ বিধির মধ্যে নিহিত আছে:

১) একজন উপদেষ্টা (Counsellor) রিক্ত মণ্ডলী সদস্যদের সংকটকালে পরামর্শ দানের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন এবং ভোটদান প্রক্রিয়ায় ক্লাসিস-এর (Classis) পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২) কনসিসটোরীকৃত (Consistory) মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টার (Counsellor) কাছে দাখিল করতে হবে, যিনি বিশেষভাবে দেখবেন যে উপস্থাপিত মনোনয়ন যথাযত যাজকীয় বিধিনিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। অধিকন্তু, এই অনুমোদন ব্যতীত কোন নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানো যাবে না।

৩) মণ্ডলী সদস্যদের যে সভার উপর ভিত্তি করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সম্ভব হলে উপদেষ্টা (Counsellor) সেই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তেমনই, কনসিসটোরী (Consistory) দ্বারা প্রকাশিত আহ্বান পত্রের রচনা এবং কনসিসটোরী সদস্যদের স্বাক্ষর, উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে হবে।

৪) ক্লাসিস-এর (Classis) পক্ষে উপদেষ্টা নিজে তাঁর অনুমোদনের প্রমাণস্বরূপ আহ্বান পত্রে স্বাক্ষর করবেন।

গ. প্রার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত অবশ্য পালনীয় বিষয়:

১. পরীক্ষণীয় বিষয়গুলি হবে:

ক) মতবাদ সংক্রান্ত:

খ) নীচে উল্লেখিত কার্যকরী যোগ্যতা:

১) ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা।

২) পরিচর্যাকারী পালকের কার্যভার গ্রহণের অভিপ্রায়।

৩) যাজকীয় শ্রমের বাস্তব অন্তর্জ্ঞানের প্রমাণ।

গ) পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান--বিশেষত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে:

১) পবিত্র শাস্ত্রের (বাইবেল) চরিত্র বা সত্যতা।

২) পবিত্র শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

ঘ) পাপ স্বীকার সম্বন্ধে জ্ঞান:

১) পাপ স্বীকারের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য।

২) পাপ স্বীকারের বিষয়বস্তু।

৩) আমাদের জীবনে পাপ স্বীকারের উপযোগ।

ঙ) ক্ষমা প্রার্থনা:

চ) প্রচারের আদর্শ ও নমুনা:

১) ক্লাসিস-এর (Classis) উপস্থিতিতে সমবেত উপাসনায় প্রচার।

২) প্রদত্ত উপদেশের সমালোচনামূলক আলোচনা।

২. প্রচলিত অন্যান্য ব্যবহার বিধিগুলি নীচের মত:

ক) প্রার্থীর প্রবেশাধিকার গোপন ব্যলটে ভোটের মাধ্যমে স্থির হবে।

খ) অনুকূল ফলাফলের ক্ষেত্রে আবেদনকারী রীতিসম্মত সদস্য তাতে স্বাক্ষর করবেন।

গ) পরিশেষে, যেখানে ক্লাসিস (Classis) ঘোষণা করেন যে তাদের বিচারে প্রার্থী বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হিসাবে যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে, প্রার্থীকে সভাপতি ও সচিব স্বাক্ষরিত লিখিত প্রমাণ দিতে হবে।

ঘ) প্রার্থী:

১) ধর্মতত্ত্ব বিদ্যায়তনের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য একটি পরীক্ষা সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সিনোড (Synod) দ্বারা পরিচালিত।

২) এই প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার পর প্রার্থীকে একমাসের মধ্যে আহ্বান নাও করা হতে পারে।

৩) প্রাপ্ত আহ্বান বিবেচনার জন্য প্রার্থীকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ের অনুমোদন দেওয়া হবে।

৪) যদি প্রার্থীর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হয়। তথাপি মণ্ডলী তাকে চায়, সেক্ষেত্রে, যে সব বিভাগে তার পরীক্ষা আশানরূপ হয়নি, সেইসব বিভাগে তাকে পুনঃপরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে।

ঙ) পরীক্ষা:

১) বড় কোন সংস্থা বা স্থানীয় ধর্মতত্ত্ব বিদ্যায়তনের অনুপস্থিতিতে, কনসিসটোরী (Consistory) স্বীকৃত শিক্ষালয়ের সিনোডের (Synod) সাহায্য নিয়ে প্রার্থীর পরীক্ষা নিতে পারে এবং ঘোষণা করতে পারে যে ঐ একই প্রার্থী পরিচর্যাকারী পালকের কাজের



উপযুক্ত। এরপর কনসিসটোরী (Consistory) প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা নিতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ৫**

ভিন্ন মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী পালক – যারা ইতিমধ্যেই বাক্যের পরিচর্যা কাজে যুক্ত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে, পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতি মেনে, এই উদ্দেশ্যে কনসিসটোরী (Consistory) ও ডিকন (Decon) প্রণীত নিয়মকানুন পালনের মধ্য দিয়ে এবং সাধারণ যাজকীয় অভিষেকের মাধ্যমে, যারা কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের বাইরে–অন্যান্য মণ্ডলীর সেবা করে এসেছেন তাদের যুক্ত করা যেতে পারে; অধিকন্তু, ক্লাসিস (Classis) অথবা তাঁদের নিয়োজিত উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী এবং ক্লাসিস (Classis) অথবা তাদের নিয়োজিত প্রতিনিধির অনুমোদনক্রমে যে সমস্ত পরিচর্যাকারী পালকের আহ্বান করা হয়েছে, তাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যথাযত যাজকীয় সাক্ষ্য ও সুষ্ঠ জীবনের পরিচয় রাখতে হবে এবং অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত নিয়মানুসারে মণ্ডলী সদস্যদের অনুমোদনক্রমে যে পরিচর্যাকারী পালককে আহ্বান করা হয়েছে, তাকে, এই উদ্দেশ্যে রচিত যথাযত শর্ত মেনে ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৫ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক) শূন্যপদ থাকা মণ্ডলীর কনসিসটোরী (Consistory) এমন পরিচর্যাকারী পালকদের নাম মনোনয়ন করবেন না–যারা অন্তত দু'বছর তাদের বর্তমান মণ্ডলীর সেবা করেননি। সেক্ষেত্রে, যতক্ষণ না প্রাধান্য সহকারে বিবেচিত হয় এবং একজন উপদেষ্টা মনে করেন যে তার আহ্বান ক্লাসিস স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন, এই প্রকার মনোনয়নের ক্ষেত্রে ক্লাসিসকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে।

খ) ক্লাসিস (Classis)-এর পরামর্শ ছাড়া একই শূন্য পদ মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারী পালককে এক বছরের মধ্যে একবারের বেশী আহ্বান করা যাবে না।

গ) আহ্বানের আইনি বৈধতা নিয়ে উপদেষ্টা (Counsellor) ও কনসিসটোরীর (Consistory) মধ্যে মতান্তর হলে, ক্লাসিস-এর সম্মতি ব্যতীত কনসিসটোরী অগ্রসর হবে না।

ঘ) যখন একজন পরিচর্যাকারী পালক (Minister) তার বর্তমান মণ্ডলীকে পূর্ণ দুই বৎসর পরিচর্যা দেওয়ার আগেই অন্য মণ্ডলীর আহ্বান গ্রহণ করেন; সেক্ষেত্রে, যে মণ্ডলীতে

তিনি যোগ দিচ্ছেন, সেই মণ্ডলী পরিচর্যাকারী পালকের ব্যয়ভার বাবদ তার ছেড়ে যাওয়া মণ্ডলীকে অর্দ্ধেক খরচ দিতে হবে।

ঙ) কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের বাইরে যারা পরিচর্যা দিয়েছেন--তাদের, সাধারণ যাজকীয় অভিষেকের যোগ্যতা অনুধাবন ও পূর্ণতা দিতে, অনুচ্ছেদ ৯-এ বিশেষ পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ৬**

পরিচর্যাকারী পালক কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা কাজে বা অন্য কোনভাবে যুক্ত থাকার স্বাধীনতা পাবেন না; অথবা অন্যভাবে যতক্ষণ না তিনি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুমতি প্রাপ্ত না হন, তাকে অন্যান্যদের মত মণ্ডলী আদেশ (Church order) অনুযায়ী চলতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৭**

একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্ত থাকা ছাড়া, কাউকে বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হিসাবে আহ্বান করা যাবে না; একমাত্র মণ্ডলী বিস্তারের কাজে তাকে পাঠানোর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ৮**

যে সব ব্যক্তিরা বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকের প্রস্তুতি স্বরূপ কোন নিয়মিত অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাননি, এবং সেই কারণে অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী যোগ্য ঘোষিত হননি, তাদের বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক পদে নিযুক্ত করা হবে না, যদি না তারা, ধার্মিকর্তা, নম্রতা, বিনয়, সাধারণ বোধজ্ঞান এবং বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিক্রমী গুণাবলীর অধিকারী হন; সেই সঙ্গে জনসমক্ষে ভাষণ দেওয়ার মত গুণের অধিকারী হন। যখন এই রকম গুণের অধিকারী ব্যক্তিরা বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন, তবে ক্লাসিস (Classis) (যদি সিনোড সম্মতি দেয়) প্রথমে তাদের পরীক্ষা করবেন এবং পরে উপযুক্ত মনে করলে মণ্ডলীর সাধারণ নিয়মনীতি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন।



**অনুচ্ছেদ ৯**

নির্দিষ্ট দায়িত্ব বিহীন প্রচারক, অথবা অন্যান্যরা যারা কোন সম্প্রদায় ছেড়েছেন, তাদের মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী পালকের দায়িত্বে বহাল করা যাবে না, যতক্ষণ না ক্লাসিস (Classis) সিনোডের (Synod) অনুমোদনক্রমে যত্নসহকারে পরীক্ষা করার পর তাদের যোগ্য ঘোষণা করেন।

**অনুচ্ছেদ ৯ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সমূহ:**

ভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আসা পরিচর্যাকারীদের প্রবেশাধিকারের পদ্ধতি:

ক) একজন অন্য সম্প্রদায়ের পরিচর্যাকারী পালক, যিনি কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের পরিচর্যাকারী পালকের দায়িত্বে আসতে আগ্রহী, তাকে অনুচ্ছেদ ৯-এর অধিনস্থ মণ্ডলীর আদেশ অনুযায়ী কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের কনসিসটোরীর (Consistory) কাছে আবেদন জানাতে হবে।

১. আবেদনকারী পালককে প্রকাশ্যে তার পূর্বতন মণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের কাছে তার পরিচর্যাকারী পালকপদ ও সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে এবং তার পরই, তিনি কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের সদস্য হবেন।

২. আবেদনকারী পালক (Minister) তার নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের কনসিসটোরীর (Consistory) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ও পরামর্শ নেবেন।

ক) কভেন্যান্ট ইভ্যানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের পরিচর্যাকারী পালকপদের জন্য কনসিসটোরী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে যথাযত সাক্ষাৎকার নেবেন ও পরে ক্লাসিস (Classis) –এর কাছে সুপারিশ করবেন এবং এটা নির্ধারণ করতে সে যতক্ষণ না আহ্বান গ্রহণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তার পালকত্বের শংসাপত্রটি ধরে রাখতে ইচ্ছুক কি না, এরপর ক্লাসিস তার পরীক্ষা অনুমোদন করবেন ও তাকে আহ্বানের যোগ্য বলে ঘোষণা করবেন।

খ) কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চে পরিচর্যাকারী পালক (minister) হিসাবে প্রবেশ করতে আগ্রহী আবেদনকারীরা বিধিবদ্ধ অনুরোধসহ কনসিসটোরীর (Consistory) পরামর্শ ক্লাসিকাল কমিটির (Classical Committee) কাছে পাঠাতে হবে।

৩. আবেদনকারী পালক নীচে বর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

ক) কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের পরিচর্যাকারী পালক (minister) হিসাবে তার প্রবেশ করার বাসনা ও পরিচর্যাকারী পালকপদের কাজে তার অভিজ্ঞতা বা প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিয়ে তাকে ঘোষণা করতে হবে।

খ) পূর্বে তিনি যে কনসিসটোরী অথবা মণ্ডলীর অধীনে কাজ করেছেন—তাদের থেকে ধর্মতত্ত্বে ও ব্যক্তি জীবনে তার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্পর্কিত প্রশংসাপত্র। যদি তা সম্ভব না হয়, কারণ তার ছেড়ে আসা মণ্ডলী তাকে অবাঞ্ছিত বিবেচনা করে প্রশংসাপত্র না দেয়; সেক্ষেত্রে, ক্লাসিস (Classis) তার পূর্বতন কাজের অনুসন্ধান বা তদন্ত করবেন।

গ) আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ কোন স্বীকৃত ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা অথবা তার কৃতিত্বের বিবরণ সম্বলিত শংসাপত্র থাকতে হবে।

ঘ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসকের শংসাপত্র।

খ. সিনোডের উপাধক্ষ্যদের পরামর্শে সহমত হয়ে ক্লাসিস (Classis) আবেদনকারীর অনুরোধ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন:

১. উপরে বর্ণিত ক, ৩ (A, 3) এর অধীনে তালিকাভুক্ত সমস্ত তথ্যাদি যথাযত থাকতে হবে।

২. আবেদন করার সময়, সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচর্যাকারী পালকদের প্রয়োজনীয়তা।

গ. যদি প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর হয়, তবে ক্লাসিস (Classis) আবেদনকারীর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অন্য মণ্ডলীর ক্লাসিসকে আহ্বান করে একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারণ করবেন এবং ক্লাসিকাল কমিটিকে (Classical Committee) একটি পরীক্ষা সূচী তৈরীর নির্দেশ দেবে। একটি নমুনা ধর্ম উপদেশের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে, যে উপদেশটি ক্লাসিস বাদবাকি পরীক্ষাগুলির ব্যাপারে অগ্রগণ্য হওয়ার আগেই ক্লাসিস ও সিনোডের উপাধক্ষ্যদের (Synodical Deputies) দ্বারা অনুমোদিত হবে। পালক পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা প্রথাগত সূচী মেনে (অনুচ্ছেদ ৪-এর সঙ্গে তুলনীয়) দুটি সংযোজন অনুযায়ী হবে:

১. কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের আদেশসমূহ (Church Order) এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

২. এছাড়াও, আবেদনকারী ধর্মতত্ত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সিনোডের অতীত সিদ্ধান্ত, অতি অবশ্যই স্বেচ্ছায় মেনে চলার আগ্রহ প্রকাশ করবেন।

ঘ. ক্লাসিস (Classis) সিনোড উপাধক্ষ্যদের (Synod Deputies) সম্মতিক্রমে



আবেদনকারীর পরীক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতি দেবার পর, ক্লাসিস তাকে বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হিসাবে আহ্বান গ্রহণের ও পবিত্র প্রভুর ভোজ (Sacrament) পরিচালনার উপযুক্ত ঘোষণা করবেন; এরপর আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না।

ঙ. ক্লাসিস-এর (Classis) সভা স্থগিত হওয়ার আগে নব গৃহীত বাক্যের পরিচর্যাকারী পালককে প্রথাগত সদস্য পদের জন্য স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাকে একটি স্বীকৃত ডিপ্লোমা উপহার দিতে হবে।

চ. বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হিসাবে তার আহ্বানের যোগ্যতা বিষয় বিভিন্ন মণ্ডলীতে ঘোষণা করতে হবে।

ছ. নব অনুমোদীত বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক যতক্ষণ না তার আহ্বান গ্রহণ করেন, তার পালকত্বের শংসাপত্র ক্লাসিস নিয়োজিত স্থানীয় মণ্ডলীর কনসিসটোরী (Consistory) সেটি ধরে রাখবেন।

১. এই কনসিসটোরী (Consistory) পরিচর্যাকারী পালকের অন্তর্বর্তী কাজকর্ম তদারকি করবে এবং তার আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখবে। যদি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়, তাহলে সহমণ্ডলীর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।

২. বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক যদি তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আহ্বান না পান, তাহলে তিনি তার কনসিসটোরীর পরামর্শক্রমে ক্লাসিস-এর কাছে তার যোগ্যতার পুনর্নবীকরণের অনুরোধ জানাবেন।

**অনুচ্ছেদ ১০**

ক. কনসিসটোরী, সেই সঙ্গে ডিকনদের সম্মতি ও ক্লাসিস-এর অবগতি ব্যতীত একদা আইনসঙ্গতভাবে আহবায়িত একজন বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক বর্তমানে যে মণ্ডলীতে যুক্ত আছেন, তিনি তা ত্যাগ করে অন্যত্র আহ্বান গ্রহণ করতে পারবেন না; অনুরূপভাবে, অন্যকোন মণ্ডলী তাকে গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তিনি যে মণ্ডলীতে এবং ক্লাসিস-এর সেবা কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের থেকে নেওয়া যথাযত বরখাস্তপত্র উপস্থাপন করতে পারেন।

**অনুচ্ছেদ ১০ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক. অনুচ্ছেদ ৫-এর মণ্ডলী আদেশ (Church Order) অনুযায়ী যখন একজন পরিচর্যাকারী পালক কোন ভিন্ন মণ্ডলীর আহ্বান গ্রহণ করেন, তখন যে কনসিসটোরী (Consistory) তাকে খারিজ করছে, তাদের কাছে সাক্ষাৎস্বরূপ, তিনি যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবাদান করেছেন তার প্রশংসাপত্র চাইবেন এবং মণ্ডলী আদেশের (Church Order) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মণ্ডলী ছেড়ে আসার ব্যাপারে তার মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করবে। এই প্রশংসাপত্র ক্লাসিক্যাল কমিটির (Classical Committee) কাছে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে; তারপর, সেটি উপদেষ্টার (Counsellor) কাছে পাঠানো হবে, যিনি সেটি সঠিক অবস্থায় আছে জেনে, কেবলমাত্র তখনই অভিষেকের জন্য অগ্রসর হবেন।

খ. একজন পরিচর্যাকারী পালক তার ছেড়ে যাওয়া মণ্ডলীতে বিদায়ী ভাষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ব্যবস্থা না হচ্ছে, উদাহরণ, ছুটি নেওয়ার জন্য) তিনি অন্য যে মণ্ডলীতে যোগদান করছেন-তার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন (বেতন ইত্যাদির জন্য)।

**অনুচ্ছেদ ১১**

অপরদিকে, মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বকারী কনসিসটোরী (Consistory) তাদের পরিচর্যাকারী পালককে যথাযত সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে, এবং ক্লাসিস ও সিনোডের প্রতিনিধিদের অবগতি ও অনুমোদন ছাড়া কোন পরিচর্যাকারী পালককে বরখাস্ত করতে পারবে না।

**অনুচ্ছেদ ১২**

একজন বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক উপরে বর্ণিত আইনানুগ উপায়ে একবার আহূত হলে, তিনি তার সারা জীবন মণ্ডলীর সেবায় রত থাকতে বাধ্য, তিনি অন্য কোন জাগতিক পেশায় প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন না, কেবলমাত্র, কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণে ক্লাসিস-এর অনুমোদন নিয়ে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ১৩**

বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক, যারা বয়স, অসুস্থতা জনিত অথবা অন্য কোন কারণে তাদের কর্তব্য পালনে ও পরিসেবা দিতে অক্ষম, তথাপি তাদের সম্মান ও পরিচর্যাকারী



পালকের উপাধি বজায় থাকবে, এবং তারা যে মণ্ডলীতে সেবা দিয়েছেন, তারা তাদের প্রয়োজনে সম্মানজনকভাবে সাধারণ যাজকীয় অধ্যাদেশ অনুসারে মণ্ডলীর সাধারণ তহবিল থেকে সহায়তা পাবেন (একইভাবে, পরিচর্যাকারী পালকের অনাথ সন্তান ও বিধবাদের ক্ষেত্রেও)।

**অনুচ্ছেদ ১৩ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক. যে সব পরিচর্যাকারী পালক নিজেদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াই কোন এক মণ্ডলী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব এবং বাধ্যতামূলক যে ভিন্ন কোন মণ্ডলীর আহ্বান গ্রহণ না করা পর্যন্ত, সেইসব পরিচর্যাকারী পালকদের সাময়িকভাবে অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস বলে ঘোষিত হবেন।

**পদ্ধতি:**

১. পরিচর্যাকারী পালক, যার নিজের কোন দোষ ত্রুটি ছাড়াই মণ্ডলীর স্থায়ী দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত আছেন, তিনি যেখানে বসবাস করেন, সেই অঞ্চলের ক্লাসিস-এর কনসিসটোরীর কাছে বিশেষ সম্মানের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং ঐ কনসিসটোরী তাকে এমিরিটাস (emeritus) বা সম্মানীয় পালক বলে ঘোষণা করতে পারে।

২. এই কাজ ক্লাসিস (Classis) এবং সিনোডের উপাধক্ষ্যদের অনুমোদন ব্যতীত করা যাবে না।

**সহায়তার জন্য, দায়িত্ব:**

১. যেহেতু পরিচর্যাকারী পালক, তার নিজের মণ্ডলী নয়, কিন্তু যে মণ্ডলীকে তিনি পরিচর্যা দেননি সেখানে দায়িত্ব বিহীন পদাধিকারী হয়ে থাকেন; তাকে সহায়তা করার বাধ্যবাধকতা এবং তার প্রয়োজনে তাকে সম্মানজনকভাবে সাহায্য প্রদান করা স্থানীয় মণ্ডলীর উপর বর্তাবে না কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত মণ্ডলীর উপর বর্তাবে এবং তাকে সাধারণ তহবিল থেকে সহায়তা দিতে হবে।

খ. যদি একজন দায়িত্ব বিহীন (emiritus) পরিচর্যাকারী পালক, একই সম্প্রদায়ের অন্য মণ্ডলীতে তাঁর সদস্যপদ হস্তান্তর করেন, তবে তার পরিচর্যাকারী পালকত্বের পরিচয়পত্রও সেই মণ্ডলীতে হস্তান্তর করতে হবে। এই হস্তান্তর নীচের পদ্ধতিতে হবে:

দায়িত্ব বিহীন পরিচর্যাকারী পালক, যে মণ্ডলীতে সর্ব শেষ পরিচর্যা দিয়েছেন, সেই মণ্ডলীর কনসিসটোরী প্রথাগতভাবে, যে মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারী পালক যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন, সেই মণ্ডলীর কনসিসটোরীকে ঐ পরিচর্যাকারী পালকের উপর তদারকি করতে অনুরোধ জানাবেন।

**অনুচ্ছেদ ১৪**

যদি কোন পরিচর্যাকারী পালক পূর্বোক্ত বা অন্য কোন কারণে কিছু সময়ের জন্য পরিচর্যাদানে বিরত, থাকেন--তা কনসিসটোরীর পরামর্শ ছাড়া কার্যকর হবে না; তা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ই মণ্ডলীর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকবেন।

**অনুচ্ছেদ ১৫**

সিনোড অথবা ক্লাসিস-এর সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া, কাউকে তার মণ্ডলীর পরিচর্যায় অবহেলা করে অথবা সুনির্দ্দিষ্ট দায়িত্বে না থেকে যথেচ্ছভাবে প্রচারের অনুমতি পাবে না। একইভাবে, সংশ্লিষ্ট মণ্ডলীর কনসিসটোরীর অনুমোদন ব্যতীত কাউকে অন্য মণ্ডলীতে প্রচার করতে অথবা প্রভুর ভোজ পরিচালনা করতে অনুমতি দেওয়া হবে না।

**অনুচ্ছেদ ১৫ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**

যদি আমাদের প্রার্থীদের মধ্যে কেউ তিন বছর পরও আহ্বান না পান এবং তথাপি তিনি আশা করেন যে তার প্রার্থীপদ সক্রিয় থাকুক, তবে তাকে সিনোডের কাছে আবেদন করতে হবে, যারা তার বিষয়টি যথাযত বিবেচনা করবেন।

**অনুচ্ছেদ ১৬**

পরিচর্যাকারী পালকের দপ্তরের কাজ হল বাক্যের পরিচর্যার ও প্রার্থনায় রত থাকা, পবিত্র প্রভুর ভোজ বিতরণ করা, তার ভ্রাতাভগিনীদের, প্রবীণ গুরুজনদের এবং ডিকনদের প্রতি নজর রাখা, সেইসঙ্গে মণ্ডলী সদস্যদের প্রতিও নজর রাখা এবং অবশেষে, গুরুজনদের সঙ্গে নিয়ে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দেখা যে সব কিছু শালীন ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে।



**অনুচ্ছেদ ১৭**

যতদূর সম্ভব, বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের তাদের দপ্তর, দায়িত্ব কর্তব্য, কাজসংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ও সমতা বজায় রাখতে হবে; কনসিসটোরী (Consistory) এবং প্রয়োজনে ক্লাসিস-এর (Classis) বিধান অনুযায়ী প্রাচীন ও ডিনকদের মধ্যেও সমতা বজায় রাখতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ১৮**

ধর্মতত্ত্ব অধ্যাপকদের দপ্তরের কাজ হল পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা এবং ধর্মবিরোধিতা ও অন্যান্য ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ধর্মতত্ত্বের মাহাত্ম প্রমাণ ও সমর্থন করা।

**অনুচ্ছেদ ১৯**

যতদূর প্রয়োজন এবং সম্ভব মণ্ডলীগুলি তাদের অধীনস্থ ছাত্রদের বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকত্বের প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্য সহায়তা করবে।

**অনুচ্ছেদ ২০**

যে সব ছাত্ররা নিয়মানুযায়ী এ ব্যাপারে অনুমতি পেয়েছেন এবং যে ব্যক্তিরা অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী পরীক্ষিত হয়ে বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক হবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, তাদের নিজেদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং মণ্ডলী সদস্যদের কাছে পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে, সমবেত উপাসনায় বাক্য পরিবেশন করার সুযোগ ও অনুমতি পাবেন।

**অনুচ্ছেদ ২১**

কনসিসটোরীগুলি উত্তম খ্রীষ্টান বিদ্যালয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেবে, যে বিদ্যালয়গুলিতে অভিভাবকরা কভেন্যান্টের চাহিদা অনুযায়ী তাদের সন্তানদের শিক্ষা দান করবে।

**অনুচ্ছেদ ২২**

কনসিসটোরী প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী কনসিসটোরী ও ডিকনরা বিচার বিবেচনা করে মণ্ডলীর প্রাচীনদের মনোনীত করবেন। এই বিধি নিয়মগুলি অনুসরণ করে প্রত্যেক মণ্ডলী

স্বাধীনভাবে তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সভ্যদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার সুযোগ দিতে হবে, এটা এমনভাবে হবে, যে কনসিসটোরী যেন তাদের মধ্য থেকে যতজন প্রাচীনদের প্রয়োজন, ততজনকে মণ্ডলী সভ্যদের কাছে নির্বাচনের জন্য উপস্থিত করতে পারেন, এবং কোন বাধাবিঘ্ন ছাড়া অনুমোদিত হলে, তাদের প্রকাশ্য প্রার্থনা ও শর্ত পালনের মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত করা যেতে পারে; অথবা মণ্ডলী সদস্যদের সামনে দ্বিগুণ সংখ্যক ব্যক্তিদের উপস্থিত করা যেতে পারে, যেন তারা তাদের মধ্য থেকে অর্ধেক ব্যক্তিদের অভিষেক বা উপস্থাপনের জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি মেনে বেছে নিতে পারেন।

**অনুচ্ছেদ ২৩**

অনুচ্ছেদ ১৬ তে যা উল্লেখ ছিল, তাছাড়াও বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের সঙ্গে সাধারণভাবে প্রাচীনদের দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব হবে মনোযোগ দেওয়া যে বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক তাদের সহ-প্রাচীন ও ডিকনদের সঙ্গে একযোগে বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের কাজ পরিচালনা করছেন, এবং প্রভুরভোজ অনুষ্ঠানের আগে ও পরে সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী মণ্ডলীর নৈতিক উন্নতি সাধন করা, বিশেষভাবে মণ্ডলী সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সান্তনা দিতে তাদের পরিবার পরিদর্শন করা এবং অন্যান্যদের খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

**অনুচ্ছেদ ২৪**

প্রাচীনদের (elders) সম্পর্কে যেমন উল্লেখ আছে, একইভাবে ডিকনদেরও মনোনয়ন, অনুমোদন এবং অভিষিক্ত করা হবে।

**অনুচ্ছেদ ২৫**

ডিকনদের নিজস্ব দপ্তর, খাদ্য, বস্ত্র এবং দাতব্যের জন্য অন্যান্য দেয় দান যত্নসহকারে সংগ্রহ করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সেগুলি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠাসহকারে দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করবে, নিপীড়িতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের আশ্বস্ত করবে এবং বিশেষ দৃষ্টি দেবে যেন সংগৃহীত দানসামগ্রীর অপব্যবহার না হয়; যার জন্য তারা কনসিসটোরীর কাছে হিসাব দাখিল করবে এবং মণ্ডলীসভ্যদের কাছেও (যদি কেউ



উপস্থিত থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করে) কনসিসটোরী যে সময় উপযুক্ত মনে করবে, সেই মত।

**অনুচ্ছেদ ২৬**

বিভিন্ন জায়গায় যে সব প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদের সেবায় নিয়োজিত ডিকনরা বিশেষভাবে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতায় আসবেন, যেন সংগৃহীত দান সব থেকে বেশী অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ হয়; অধিকন্তু, তারা নিশ্চিত করবেন, যেন দরিদ্ররা ঐ সব সেবা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা নিতে পারে, এবং এই উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব, সেইসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। এটা আরও অভিপ্রেত যে ডিকনরা পরস্পর পরামর্শ ও সহায়তা করবেন যেন দরিদ্ররা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পেতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ২৭**

স্থানীয় নিয়মানুযায়ী প্রাচীন (elders) ও ডিকনরা (Decons) তিন বছরের জন্য সেবা কাজে যুক্ত থাকবেন এবং একটি সমানুপাতিক সংখ্যায় প্রতিবছর অবসর নেবেন। অবসর নেওয়া পদাধিকারী পুনর্নির্বাচনের যোগ্য হবেন।

**অনুচ্ছেদ ২৮**

কনসিসটোরী (Consistory) যত্নসহকারে দেখবে যেন মণ্ডলীগুলির অধীনে থাকা সম্পত্তি এবং শান্তি ও সভায় গৃহীত নির্দেশাবলী যথাযত বজায় রাখতে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে সুরক্ষা দাবী করতে পারে; যাইহোক, এটা বুঝতে হবে যে শান্তি ও জাগতিক বিষয়সম্পত্তির স্বার্থে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর উপর তাঁর অনুশাসনের সামান্যতম লঙ্ঘনকেও মান্যতা দেওয়া হবে না।

**যাজকীয় সমাবেশ সম্বন্ধীয়**

**অনুচ্ছেদ ২৯**

তিন ধরনের যাজকীয় সমাবেশ পালিত হবে: কনসিসটোরী (Consistory), ক্লাসিস (Classis) এবং সাধারণ সিনোড (general synod)।

**অনুচ্ছেদ ৩০**

এই সমাবেশগুলিতে যাজকীয় পদ্ধতি মেনে কেবল যাজকীয় বিষয়গুলিই পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হবে। প্রধান সমাবেশগুলিতে কেবল সেইসব বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা হবে যেগুলি ছোট সমাবেশে নিষ্পত্তি করা যায়নি।

**অনুচ্ছেদ ৩১**

যদি কেউ অভিযোগ করেন যে, ছোট সমাবেশের (নিম্নতর) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার প্রতি অবিচার হয়েছে, তবে তার প্রধান যাজকীয় সমাবেশের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার থাকবে, সেক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে যা সর্বসম্মত হবে, তাইই চূড়ান্ত ও পালনীয় বিবেচিত হবে; যদি না এর সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য ও মণ্ডলী আদেশের (Church order) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংঘাত আছে বলে প্রমাণিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা সাধারণ সিনোড দ্বারা পরিবর্তন করা না হয়।

**অনুচ্ছেদ ৩১ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ:**

কোন যাজকীয় সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতর সমাবেশে আবেদন জানাতে হলে-তা ঐ সংস্থার সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে; একই সঙ্গে, যে সংস্থার সিদ্ধান্তে তিনি ক্ষুব্ধ, সেই সংস্থার সচিবের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। এই বিষয় প্রদত্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদেরও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবগত করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩২**

সমস্ত সমাবেশগুলির কার্যধারা ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে শুরু হবে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপ্ত হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৩**

সমাবেশগুলিতে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন, তারা, তাদের যারা পাঠিয়েছেন, তাদের স্বাক্ষরিত পরিচয় পত্র ও নির্দেশনামা সঙ্গে আনবেন, এবং নির্দিষ্টভাবে প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত অথবা মণ্ডলী সংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন, অন্যান্য সব বিষয় ভোট দানের অধিকার



থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৩ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সমূহ:**

ক. অভিন্নতা বজায় রাখতে প্রধান সমাবেশগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রদত্ত শংসাপত্র শেষ হবে নীচের আকারে:

''আইনানুগভাবে সভায় উত্থাপিত সমস্ত বিষয় আলোচনা ও কার্য সম্পাদনে অংশগ্রহণের নির্দেশ ও কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (denomination) ধর্মতাত্ত্বিক মানদণ্ডের অন্তর্ভূক্ত ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সম্পাদিত সন্ধিতে ঐক্যমত হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসম্প্রদায়ের (denomination) চার্চ অর্ডরের (Church order) সঙ্গে ঐক্যমত হওয়া।

খ. প্রধান সমাবেশগুলিতে একজন ঘোষিত করণিক (যাজক) থাকবেন, যিনি কোন স্থায়ী সচিবের পদাধিকারী হবেন না বা সমাবেশের আধিকারিকদের সদস্য হবেন না; কিন্তু ক্লাসিস (Classis) অথবা সিনোডের (Synod) সেবাদানকারী একজন উপাধ্যক্ষ থাকবেন, যিনি অন্যভাবে কার্যানির্বাহের দায়িত্ব পালন করবেন।

সম্প্রদায়ের নাম সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৪**

প্রত্যেক সমাবেশগুলিতে কেবলমাত্র একজন সভাপতি নন, কিন্তু একজন করণিকও (যাজক) থাকবেন, যিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নথিভুক্ত রাখবেন।

**অনুচ্ছেদ ৩৫**

সভাপতির দপ্তরের কাজ হল সভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়গুলি উল্লেখ ও অবহিত করা; এবং লক্ষ্য রাখা যে প্রত্যেকে যথাযত আদেশ মেনে বক্তব্য রাখছেন, ভুল, ছিদ্রান্বেষী ও উগ্র বক্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং তারা কর্ণপাত না করলে কিম্বা অবাধ্য হলে, তাদের সুশৃঙ্খল করা। প্রধান সমাবেশ চলাকালে সভাপতির দপ্তর বন্ধ থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৬**

সাধারণ সিনোডের যেমন ক্লাসিস-এর উপর অধিকার থাকবে, তেমনই ক্লাসিস-এর

কনসিসটোরীর উপর একই অধিকার থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৭**

সমস্ত মণ্ডলীগুলোতে একটা করে কনসিসটোরী (Consistory) থাকবে, যা বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের এবং প্রাচীনদের নিয়ে গঠিত হবে, যারা নিয়মানুযায়ী মাসে একবার অথবা প্রয়োজনে আরও অল্পসময়ের ব্যবধানে মিলিত হবে। বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক (অথবা যদি এক-এর বেশী পালক থাকেন, তবে পালাক্রমে) সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করবেন। যখনই প্রাচীনদের (elders)সংখ্যা কম হবে, স্থানীয় মণ্ডলীর নিয়মানুযায়ী ডিকনদের কনসিসটোরীতে যুক্ত করা যেতে পারে; যেখানে সদস্য সংখ্যা তিনের কম, সেখানে সর্বদাই এটা প্রচলিত নিয়ম বলে গণ্য হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৭ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক. মণ্ডলী সদস্যদের সভা কনসিসটোরীর সভাপতি ও সচিব পরিচালনা করবেন; সভার কার্যবিবরণী কনসিসটোরীর কার্যবিবরণী দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

খ. কনসিসটোরী দ্বারা আনীত বিষয় ছাড়া, অন্য কোন বিষয় মণ্ডলী সদস্যদের সভায় বিবেচিত হবে না।

গ. সদস্যরা কোন বিষয় মণ্ডলী সদস্যদের সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে ইচ্ছুক হলে, সে ব্যাপারে তাদের আগে থেকে কনসিসটোরীরকে অনুরোধ জানাতে হবে, এবং তাদের অনুরোধ কতটা এবং কোন পদ্ধতিতে বিবেচিত হবে—সে ব্যাপারে কনসিসটোরীর বিশেষ অধিকার থাকবে।

ঘ. কনসিসটোরীগুলি প্রতি বছর তাদের অন্তর্ভুক্ত পরিবার ও ব্যক্তিসদস্যদের সঠিক সংখ্যা ক্লাসিস-এর কাছে দাখিল করবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৮**

যে স্থানে কনসিসটোরী প্রথমবারের জন্য গঠিত হবে অথবা নতুনভাবে গঠিত হবে, সেখানে ক্লাসিস-এর পরামর্শ ছাড়া তা করা যাবে না।

**অনুচ্ছেদ ৩৮ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**



ক. মিশন কমিটির পরামর্শক্রমে এবং স্থানীয় আহ্বায়ক মণ্ডলীর অনুকূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মণ্ডলীর প্রচার কাজের জন্য সাধারণভাবে কোন দল বা গোষ্ঠী গঠিত হলে, তার জন্য ক্লাসিসকে অনুরোধ জানাতে হবে।

খ. অতঃপর ক্লাসিস (classis) বিবেচনা করে দেখবে যে ঐ দল বা গোষ্ঠী উপযুক্ত অথবা কাম্য কি না, পর্যবেক্ষণ করবে যে, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কনসিসটোরীর সদস্য হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন কি না; একই সঙ্গে, স্থানীয় মণ্ডলীগুলির বিষয়ও বিবেচনা করবে। যদি ক্লাসিস প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে পরীক্ষামূলকভাবে তাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করে, তবে ঐ সংগঠনকে চালনা করতে একটি কমিটি নিয়োগ করবে।

গ. স্থানীয় চার্চ কমিটি মণ্ডলী সদস্যদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যারা ইতিমধ্যে তাদের সদস্য পদের শংসাপত্রের জন্য অনুরোধ করেছেন, অথবা যদি তাদের শংসাপত্র হস্তান্তর করা সম্ভব না হয়, তখন, যারা উপস্থিত থাকবেন, তারা একে অন্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, যে মণ্ডলী থেকে তারা এখন পৃথক হচ্ছেন, সেখানে তারা পূর্ণ সহভাগিতায় ও শুদ্ধতায় ছিলেন। কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি উপাসনা পরিচালিত হওয়ার পর, কমিটি উপস্থিত সদস্যদের যতটা সম্ভভ, তাদের শংসাপত্র দিতে অনুরোধ করবে। কমিটি শংসাপত্রগুলি যথাযত অবস্থায় পাওয়ার ও গ্রহণ করার পর, প্রয়োজনীয় পদাধিকারীদের নির্বাচনে অগ্রসর হবেন, এবং নির্বাচনের পরই নির্বাচিত পদাধিকারীরা তাদের নিজ নিজ দপ্তরে অভিষিক্ত হবেন।

ঘ. স্থানীয় আহ্বায়ক চার্চ কাউন্সিলের করা মনোনয়ন থেকে পদাধিকারীদের নির্বাচন হবে (অথবা নতুন মণ্ডলী গঠনে তদারকির উদ্দেশ্যে ক্লাসিস নিয়োজিত চার্চ কাউন্সিল সেই পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করবেন, যারা প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুরোধ জানিয়ে পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। চার্চ অর্ডারের ২২ ও ২৩ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাংগঠনিক সভায় যারা সংখ্যাধিক্যের ভোটে মনোনীত হবেন, তারা নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবেন।

ঙ. সুপারিশ করা হচ্ছে যে নতুন মণ্ডলী সংযোজন সংক্রান্ত নথিপত্র, যথাযতভাবে উপযুক্ত কর্তপক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৯**

যে সব স্থানে এখনও কোন কনসিসটোরী (Consistory) গঠন করা যায়নি, সেখানে

প্রতিবেশী বা নিকটবর্তী কনসিসটোরীর তত্ত্বাবধানে তাদের রাখা হবে।

**অনুচ্ছেদ ৩৯ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সমূহ:**

যদি সম্ভব হয় নতুন মণ্ডলী গঠন পর্ব প্রভুর ভোজ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। কিন্তু, যদি মণ্ডলী গঠনের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল না হয়, সেক্ষেত্রে, সদস্যদের সংলগ্ন মণ্ডলীতে নথিভুক্ত করাতে হবে, এবং এইভাবে ঐ কনসিসটোরীর তত্ত্বাবধানে প্রভুর ভোজ সম্পাদন করা যাবে, কিন্তু তা কোনভাবেই অনুবর্তী বাক্য প্রচার ছাড়া করা যাবে না, কিংবা পরিচালনার কাজে তত্ত্বাবধানের জন্য কনসিসটোরীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও হবে না।

**অনুচ্ছেদ ৪০**

ঈশ্বরের নামে আহ্বায়িত হয়ে ডিকনরা (deacon) প্রতিমাসে অথবা আরও অল্প সময়ের ব্যবধানে, যেমন প্রয়োজন অনুভূত হবে, সেই মত তাদের দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মিলিত হবে; যেখানে কনসিসটোরী ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে এবং প্রয়োজন হলে তারা প্রতিনিধিত্বও করবে।

**অনুচ্ছেদ ৪১**

যথাযত পরিচয় পত্রসহ পার্শ্ববর্তী চার্চের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্ব্বোচ্চ সভা (Classical meeting) গঠিত হবে, পরিচর্যাকারী পালক (minister) এবং একজন প্রাচীন (elder) এমন সময় ও স্থানে মিলিত হবে যা সর্ব্বোচ্চ সভায় পূর্বেই নির্ধারিত থাকবে। এই প্রকার সভা বারমাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাগুলিতে পরিচর্যাকারী পালক (minister) পর্যায়ক্রমে বা পালাক্রমে সভাপতিত্ব করবেন, অথবা একজন পালককে সভাপতিত্ব করবার জন্য মনোনীত করতে হবে; কিন্তু একই পরিচর্যাকারী পালককে পর পর দুইবার মনোনীত করা যাবে না।

অধিকন্তু, সভাপতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নীচের প্রশ্নগুলি প্রত্যেক চার্চের প্রতিনিধিদের সামনে রাখবেন:

১. আপনাদের চার্চে কি কনসিসটোরীর (Consistory) সভাগুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়?



২. চার্চের পালনীয় নিয়মশৃঙ্খলা কি মেনে চলা হয়?

৩. দরিদ্র ও খ্রীষ্টান স্কুলগুলোর কি পর্যাপ্ত যত্ন নেওয়া হয়?

৪. আপনাদের চার্চ যথাযত পরিচালনার জন্য ক্লাসিস-এর (Classis) সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন আছে কি?

অবশেষে, সর্বশেষ সভার পূর্ববর্তীসভা (দ্বিতীয় শেষ সভা) এবং প্রয়োজনে, সিনোড সভার পূর্বে সর্বশেষ সভায়, উক্ত সিনোড সভায় যোগদানের জন্য প্রতিনিধিদের মনোনীত করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৪২**

যেখানে কোন চার্চে একের বেশী পরিচর্যাকারী পালক (minister) আছেন, এছাড়াও পূর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যাদের প্রতিনিধিত্ব নেই, তাদের উপদেষ্টা ভোট সহ ক্লাসিস-এ (Classis) যোগদানের অধিকার থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৪৩**

সর্ব্বোচ্চ এবং অন্যান্য প্রধান সভাগুলির কার্যক্রম চলাকালে যারা কোন শাস্তিযোগ্য আচরণ করেছে, সভার সমাপ্তিপর্বে তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হবে; অথবা যারা ছোট সমাবেশগুলিকে অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করেছে তাদেরও মৃদুভর্ৎসনা করা হবে।

**অনুচ্ছেদ ৪৪**

ক্লাসিস (Classis) অন্ততপক্ষে তার দুইজন সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচর্যাকারী পালককে (minister) অনুমোদিত করবে, যারা বছরে একবার চার্চগুলি পরিদর্শন করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যে পালকরা ও কনসিসটোরী বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব মেনে চলছেন, তাদের কথায় ও কাজে মণ্ডলী সদস্যদের আলোকিত করছেন এবং গৃহীত আদেশ সবক্ষেত্রে মেনে চলছেন ও যথাসম্ভব তুলে ধরছেন, বিশেষভাবে, যুবকদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন যেন তারা অবহেলিত না হয় এবং তাদের সহায়তা ও পরামর্শক্রমে সব ক্ষেত্রে শান্তি ও উন্নতি বজায় থাকে এবং চার্চ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

এবং প্রত্যেক ক্লাসিস যতদিন প্রয়োজন মনে করবে, ততদিনই এই পরিদর্শকদের

কাজ চালিয়ে যেতে দেবেন, কেবলমাত্র যেখানে পরিদর্শকগণ নিজেরাই অব্যাহতি চেয়ে অনুরোধ জানাবেন, সেখানে ক্লাসিস তার কারণ বিচার বিবেচনা করে অনুমতি দেবে।

**অনুচ্ছেদ ৪৪ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ:**

চার্চ পরিদর্শন–যা মণ্ডলী সদস্যদের মধ্যে করতে হবে, তার দক্ষ পরিচালনার জন্য নীচের বিষয়গুলি বিবেচ্য:

ক. প্রত্যেক ক্লাসিস (Classis) তার মধ্য থেকে অন্তত দুইজন পরিচর্যাকারী পালক এবং তাদের পরিবর্ত নিয়োগ করবে।

খ. পরিদর্শকরা তাদের প্রস্তাবিত পরিদর্শনের দিন ও সময় অন্ততপক্ষে আট দিন আগে জানিয়ে দেবেন।

গ. কনসিসটোরী (Consistory) তদারক করবে যে চার্চ পরিদর্শনের জন্য আয়োজিত মিটিং-এ (সভায়) যেন সব কনসিসটোরী সদস্য উপস্থিত থাকেন। যদি অর্ধেক সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হন, তাহলে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা যাবে না।

ঘ. কনসিসটোরী (Consistory) লক্ষ্য রাখবে যেন পরিদর্শনের সময় সমস্ত নথি পুস্তক (Record book) পরিদর্শকরা সহজে পেতে পারেন।

ঙ. পরিদর্শকদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও অপরজন সচিব (Secretary) হিসাবে কাজ করবেন। তারা তাদের মতামত ও পদক্ষেপ একটি নথি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করবেন যা পরবর্তী পরিদর্শনের সময় বিবেচনায় আনা হবে এবং সেটি উপযুক্ত সংরক্ষণাগারে রাখতে হবে।

চ. সব মণ্ডলী পরিদর্শনের পর পরিদর্শকরা বিবেচনা অনুযায়ী তাদের কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করবে যা পরবর্তী ক্লাসিস সভায় বিতরণ করা হবে।

ছ. উচ্চ সমাবেশের অনুপস্থিতিতে কনসিসটোরী (Consistory) কোন সহযোগী মণ্ডলীকে পরিদর্শন কাজ পরিচালনার জন্য দুইজন পরিচর্যাকারী পালককে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারে।

জ. যেখানে, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পরিচর্যাকারী পালক নেই; সেইখানে, সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রাচীনদের (elders) নিয়োগ করা যেতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ৪৫**



ক্লাসিস ও সাধারণ সিনোডের (General Synod) দায়িত্ব হবে পূর্ববর্তী মিটিং-এর কার্যবিবরণী (minutes) পরবর্তী মিটিং-এর জন্য প্রস্তুত রাখা।

**অনুচ্ছেদ ৪৬**

প্রধান সমাবেশগুলিতে বিবেচিত হবে–এমন নির্দেশাবলী লিখিত আকারে থাকবে না; যতক্ষণ না এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী সিনোডের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পঠিত না হয়, এই কারণে, একবার যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছিল, সেগুলি পুনরায় প্রস্তাবিত না হয়, যদি না সেগুলি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

**অনুচ্ছেদ ৪৭**

(প্রতি বছর [প্রয়োজনে আরও বেশীবার] চার, পাঁচ অথবা আরও বেশীবার প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলি একটি নির্দিষ্ট সিনোড (Synod) হিসাবে মিলিত হবে, যার মধ্যে প্রত্যেক ক্লাসিস (Classis) দুইজন পরিচর্যাকারী পালক ও দুইজন প্রাচীনকে (elders) প্রতিনিধি করবে। বিশেষ ও সাধারণ সিনোডের শেষ পর্বে, ক্লাসিস-এর (Classis) পরামর্শ নিয়ে কিছু চার্চকে পরবর্তী সিনোডের স্থান ও সময় নির্ধারণের জন্য ক্ষমতায়ন করা হবে)

**অনুচ্ছেদ ৪৮**

(প্রত্যেক সিনোড পার্শ্ববর্তী বা প্রতিবেশী সিনোড বা সিনোডগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে, যদি তাদের বিবেচনায় সেটা পরামর্শ বা শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সহায়ক ও উপযোগী হয়)

**অনুচ্ছেদ ৪৭ ও ৪৮**

চার্চ অর্ডারে সংযুক্ত রাখা আছে, কারণ, ওগুলি ডরড্রেচের মূল চার্চ অর্ডারের অন্তর্ভূক্ত। ওগুলি বিশেষ বন্ধনীতে রাখা হয়েছে, কারণ, কভেনান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের (Covenant Evangelical Reformed Church) নির্দিষ্ট কোন সিনোড (Synods) নেই।

**অনুচ্ছেদ ৪৯**

প্রত্যেক সিনোড তাদের অভিষিক্তদের সব বিষয় কার্যকর করে তুলতে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করবে, উভয়ই, পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় এবং অধীনে থাকা গোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে এবং একইভাবে, একত্রে অথবা কম সংখ্যায় ভবিষ্যত পরিচর্যাকারী পালকদের পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করা। এবং অধিকন্তু, সম্ভাব্য সব ধরণের প্রতিবন্ধকতায় তারা গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করবে, যেন যথাযত ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং ধর্মতত্ত্বের দৃঢ়তা বজায় রাখা ও প্রতিষ্ঠা

করা যায়। এছাড়া, তারা তাদের কাজ সম্পর্কে যথাযত প্রমাণ বা নথি রাখবে এবং সিনোডকে সেগুলি দাখিল করবে, এবং যদি দাবী করা হয়, কারণ দর্শাবে। যতক্ষণ না সিনোড তাদের বরখাস্ত করে, তার আগে তাদের কর্ম্মচ্যুত করা যাবে না।

**অনুচ্ছেদ ৫০**

সাধারণ সিনোড (General Synods) সাধারণভাবে বছরে একবার মিলিত হবে। সিনোড (Synod) যেমন নির্ধারণ করবে, সেই অনুযায়ী এই সিনোড সভায় প্রত্যেক ক্লাসিস (Classis) থেকে সমসংখ্যক প্রাচীন (elders) ও পরিচর্যাকারী পালক (minister) প্রতিনিধিত্ব করবেন। যদি, অন্তত দুইটি গোষ্ঠীর মতানুসারে সিনোডের একটি বিশেষ সভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়, এই উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় মণ্ডলী ঐ সভার স্থান ও সময় নির্ধারণ করবে।

**অনুচ্ছেদ ৫১**

মণ্ডলীগুলির প্রচার কার্যাবলী সাধারণ সিনোডের নির্দেশাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

**অনুচ্ছেদ ৫২**

যখন মণ্ডলীগুলিতে বিভিন্ন ভাষাভাষী থাকেন, তাদের জন্য যাজকীয় সম্মেলনে প্রয়োজনীয় অনুবাদ করতে হবে, এবং সুপারিশসমূহ নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্ত সমূহের প্রকাশনা প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে।

**ধর্ম্মমত, সাক্রামেন্ট ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়:**

**অনুচ্ছেদ ৫৩**

বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক এবং তেমনই ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকগণ (যারা অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সমতুল্য) তাঁরা তিন সূত্র বিশিষ্ট ঐক্যকে মান্যতা দেবেন, সেগুলি বেলজিক বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (Belgic Confesion of Faith), হাইডেলবার্গ ধর্ম শিক্ষা (Heidelberg Catechism), এবং ডরড্রেচ্-এর ধর্মানুশাসন, ১৬১৮-১৯ (Canons of Dordrecht, 1918-19) এবং বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক, যারা তা পালন করতে অস্বীকার করবেন, তারা ক্লাসিস (Classis) অথবা কনসিসটোরী



(Consistory) দ্বারা কার্যত তাদের দপ্তর থেকে বরখাস্ত হবেন যতক্ষণ না তারা এ বিষয় পূর্ণ বিবরণ দেন, এবং যদি তারা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যানে অবিচল থাকেন, তবে তারা দপ্তর থেকে অপসারিত হবেন।

**অনুচ্ছেদ ৫৪**

একইভাবে প্রাচীন (elders) এবং ডিকনরাও (deacons) পূর্বোক্ত ঐক্যসূত্রে সম্মতিদান করবেন।

**অনুচ্ছেদ ৫৫**

মিথ্যা ও ভুল ধর্মীয় মতবাদ যা ধর্মবিরোধী লেখার মাধ্যমে অতিশয় বৃদ্ধি পায়—তা বন্ধ করতে পরিচর্যাকারী পালক (minister) এবং প্রাচীনগণ (elders) শিক্ষাকে মাধ্যম করে খণ্ডন ও নিরসন করতে অথবা সতর্ক করতে সক্রিয় হবেন; সেই সঙ্গে খ্রীষ্টিয় বাক্য প্রচার উপদেশ দান ও পরিবার পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিহত করবেন।

**অনুচ্ছেদ ৫৬**

ঈশ্বরের অঙ্গীকার বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টান সন্তানদের মধ্যে প্রোথিত করতে হবে, সেই সঙ্গে সম্ভব হলে সেখানকার পরিচালকবর্গ সাধারণ সমাবেশে প্রচারিত ঈশ্বরের বাক্য তাদের মধ্যে কার্যকর করতে সচেষ্ট হবেন।

**অনুচ্ছেদ ৫৭**

কনসিসটোরী (Consistory) শেষ পর্যন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করবে যেন সন্তানদের পিতা তার সন্তানকে বাপ্তিস্মের জন্য উপস্থিত করেন।

**অনুচ্ছেদ ৫৮**

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে পরিচর্যাকারী পালক নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করবেন যা এই পবিত্র সংস্কার (Sacrament) পদ্ধতি পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ৫৯**

প্রাপ্তবয়স্করা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে একদেহ হয়, এবং মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে গৃহীত হয়, সুতরাং তারা প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণে অনুগৃহীত হয় যা তারা বাপ্তিস্মের সময় প্রতিজ্ঞা করে থাকে।

**অনুচ্ছেদ ৬০**

যারা বাপ্তাইজিত হয়েছে, তাদের নাম, সঙ্গে তাদের পিতামাতার নাম, এবং একইভাবে তাদের জন্মতারিখ ও বাপ্তিস্মের তারিখ নথিভুক্ত করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৬১**

ধার্মিকতার পথে চলার সুখ্যাতি সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও, যারা মণ্ডলীর রীতিনীতি মেনে নিজেদের মণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, এবং সংশোধিত ধর্মমতকে (Reformed religion) স্বীকৃতি দিয়েছেন, তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রভুর ভোজে গৃহীত বা আহুত হবেন না, এছাড়া যারা অন্য মণ্ডলী থেকে আসছেন, তাদেরও প্রভুর ভোজে গ্রহণ করা হবে না।

(অনুচ্ছেদ ৬১-র সংশোধন: ০৬ ই এস এম ২০১৫ [06 ESM 2015]

তারিখ ২৯শে জুলাই ২০১৫ ০৭ এস এম ২০১৫, [06 SM 2015] তারিখ ২৯শে আগষ্ট ২০১৫।

**অনুচ্ছেদ ৬২**

প্রত্যেক মণ্ডলী প্রভুর ভোজ এমনভাবে পরিচালনা করবে যে, তাদের বিবেচনায় তা উপদেশের সহায়ক হবে, দেখতে হবে যেন ঈশ্বরের বাক্যে নির্দেশিত বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি পরিবর্তিত না হয়, এবং সব ধরণের কুসংস্কার এড়িয়ে উপদেশের উপসংহারে প্রথামত প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভুরভোজ পরিচালিত হয়।

**অনুচ্ছেদ ৬৩**

পবিত্র প্রভুর ভোজ অন্ততপক্ষে প্রতি দুই অথবা তিন মাসে অনুষ্ঠিত হবে।



**অনুচ্ছেদ ৬৪**

প্রভুর ভোজ কেবলমাত্র সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে তা যাজকীয় আদেশ (ecclesiastical order) অনুসারে, প্রাচীনদের (elders) তত্ত্বাবধানে এবং মণ্ডলী সদস্যদের সাধারণ সমাবেশে আয়োজিত হবে।

**অনুচ্ছেদ ৬৫**

আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাজকীয় বিষয় নয়, কিন্তু পারিবারিক বিষয় এবং সেই অনুসারেই পরিচালিত হবে।

**অনুচ্ছেদ ৬৬**

যুদ্ধের সময়, মহামারীতে, প্রাকৃতিক ও জাতীয় বিপর্যয়ে এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর দুর্বিপাকে যার প্রভাব মণ্ডলীগুলির সর্বত্র অনুভূত হয় সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি একটি প্রার্থনা দিবস ঘোষণা করলে যথার্থ হবে।

**অনুচ্ছেদ ৬৭**

মণ্ডলীগুলি কনসিসটোরীর (Consistory) বিচার বিবেচনা অনুযায়ী বড়দিন (Christmas), পূণ্য শুক্রবার (Good Friday), পুনরুত্থান দিন (Resurrection day), স্বর্গারোহণ দিন (Ascension) এবং পেন্টিকষ্ট (Pentecost) স্মরণ করে উৎসব পালন করতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ৬৮**

পরিচর্যাকারী পালক (minister) রবিবারে হাইডেলবার্গ শিক্ষামালার (Heidelberg Catechism) অন্তর্ভুক্ত খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার ব্যাখ্যা করবেন এবং এমনভাবে করবেন যেন এই উদ্দেশে প্রস্তুত শিক্ষামালা এক বছরের মধ্যে শেষ করা যায়।

**অনুচ্ছেদ ৬৯**

মণ্ডলীগুলিতে কেবল দায়ুদ রচিত ১৫০টি গীত, দশ আজ্ঞা, প্রভুর প্রার্থনা, মরিয়মের

গীত, সখরীয় (Zacharias) এবং শিমিয়নের (Simeon) গীত, ঈশ্বরের প্রশংসাগীত যার থেকে সমস্ত আশীর্বাদ প্রবাহিত হয় এবং উৎসর্গ গীত উপাসনার সময় গাওয়া হবে।

(অনুচ্ছেদ ৬৯-এর সংশোধন: ০৮ এস এম ২০১৩, তারিখ ২৮শে আগষ্ট ২০১৩; ১১ই এম এস ২০১৩, তারিখ ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৩)

**তিরস্কার ও উপদেশ সম্বন্ধীয়:**

**অনুচ্ছেদ ৭০**

কনসিসটোরী (Consistory) লক্ষ্য রাখবে যে, যারা বিবাহ করে তারা যেন তা প্রভুতে করে। মণ্ডলীর বিবাহ অনুমোদনের ফর্ম, পরিচর্যাকারী পালক বিবাহ সম্পাদনের অনুমোদন ও স্বীকৃতি দিতে ব্যবহার করবেন।

**অনুচ্ছেদ ৭১**

যেহেতু খ্রীষ্টিয়ান নিয়মানুবর্তীতা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির এবং কর্তৃপক্ষ দ্বারা কৃত বিচার ও শাস্তি থেকে কাউকেই অব্যাহতি দেয় না, তেমনই দেওয়ানী শাস্তি ছাড়াও অপরাধীকে মণ্ডলী ও তার প্রতিবেশীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাতে এবং খ্রীষ্ট মণ্ডলী থেকে অপরাধ দূর করতে, যাজকীয় তিরস্কারের প্রয়োজন আছে।

**অনুচ্ছেদ ৭২**

যদি কেউ ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল করে অথবা আচরণে অন্যায় করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কৃত অপরাধ জনসাধারণের উপর অন্যায় না হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ের হয়, সেক্ষেত্রে, মথি ১৮ অধ্যায় বর্ণিত খ্রীষ্ট নির্ধারিত নিয়ম অনুসৃত হবে।

**অনুচ্ছেদ ৭৩**

গোপন পাপ যার কারণে অপরাধী একজন ব্যক্তি দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে অনুতপ্ত হন, অথবা দুই-তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তিরস্কৃত হন, তাকে এ বিষয় আর কনসিসটোরীর (Consistory) সম্মুখীন হতে হবে না।

**অনুচ্ছেদ ৭৪**



যদি কেউ ভালোবাসা সম্পর্কিত গুপ্ত পাপ করে এবং দুই অথবা তিনজন ব্যক্তি দ্বারা তিরস্কৃত হয়, তথাপি সাবধান না হয়, অথবা অন্যভাবে জনসমক্ষে অপরাধ করে থাকে, সে বিষয় কনসিসটোরিকে জানাতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৭৫**

সব ধরণের পাপগুলি যেগুলি প্রকাশ্যে এসেছে অথবা মণ্ডলীর পরামর্শ অবজ্ঞা করার ফলে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে, সেগুলির সমন্বয় সাধন করে প্রত্যেক মণ্ডলীর নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কনসিসটোরী (Consistory) যা যথার্থ বিবেচনা করবে (পর্যাপ্ত অনুতাপের প্রমাণসহ) সেটাই চূড়ান্ত হবে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, বিষয়টি প্রকাশ্যে হবে কি-না সে ব্যাপারে কনসিসটোরীর মধ্যে মত বিরোধ হলে দুটি প্রতিবেশী মণ্ডলীর পরামর্শক্রমে অথবা ক্লাসিস-এর (Classis) হস্তক্ষেপে তার নিষ্পত্তি হবে।

**অনুচ্ছেদ ৭৬**

যারা জেদের বশে কনসিসটোরীর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করছে, এবং তেমনই যারা প্রকাশ্যে অথবা অন্যভাবে অমার্জিত পাপ করেছে, তাদের প্রভুর ভোজ গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করা হবে। এবং যদি কেউ বরখাস্ত হয়ে, বারংবার তিরস্কৃত হয়েও পরিবর্তন বা অনুতাপের কোন লক্ষণ না দেখায়, তবে চূড়ান্ত প্রতিকার হিসাবে তাকে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করা হবে, যা সম্মতিক্রমে এই উদ্দেশে, ঈশ্বরের বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্লাসিস-এর (Classis) পরামর্শ ব্যতীত কাউকে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।

**অনুচ্ছেদ ৭৭**

প্রভুরভোজ গ্রহণে বরখাস্ত হওয়ার পর, ও পরবর্তী সময় তিরস্কৃত হওয়ার পর এবং মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করার পদ্ধতি গ্রহণে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, অন্যায়কারীর অনমনীয়তা প্রকাশ্যে এনে মণ্ডলী সদস্যদের অবগত করাতে হবে, তার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে হবে, এই সঙ্গে তার প্রতি যে যত্ন নেওয়া হয়েছে, তাকে যে তিরস্কার ও বারে বারে সতর্ক করা হয়েছে এবং প্রভুর ভোজ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত করা হয়েছে সে বিষয় তার সঙ্গে কথা বলতে ও তার জন্য প্রার্থনা করতে মণ্ডলী সদস্যদের উৎসাহিত করা

হবে। এই প্রকার তিন ধরণের পরামর্শ বা উপদেশ থাকবে–প্রথমে, অন্যায়কারীর নাম উল্লেখ না করে তাকে কোনভাবে ক্ষমা করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, ক্লাসিস-এর (Classis) পরামর্শ অনুযায়ী তার নাম উল্লেখ করা হবে। তৃতীয়ত মণ্ডলী সদস্যদের অবগত করা হবে যে (যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়) তাকে মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে বর্জন করা হবে, যাতে মণ্ডলী সদস্যপদ থেকে তার বহিষ্করণ মণ্ডলীর নীরব সম্মতিতে হতে পারে, তখনও যদি সে অনড় থাকে। তিরস্কার বা উপদেশ দানের ব্যবধান কনসিসটোরীর নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপর ছাড়তে হবে।

**অনুচ্ছেদ ৭৮**

যদি কোন ব্যক্তি যিনি মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন কিন্তু অনুতাপের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে তা, হয় প্রভুরভোজ অনুষ্ঠানের আগে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক সময় মণ্ডলী সদস্যদের সামনে ঘোষণা করতে হবে; এমনভাবে যে (যতদূর সম্ভব এর বিপরীতে তার বিরুদ্ধে যেন কেউ কিছু বলতে না পারে) যেন তার বিশ্বাসের পরিবর্তন সেই উদ্দেশ্যে নিয়মানুসারে প্রকাশ্যে পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

**অনুচ্ছেদ ৭৯**

যখন বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক (minister) প্রাচীন (elders), অথবা ডিকন (deacons) প্রকাশ্যে কোন গর্হিত পাপ করে থাকে বা মণ্ডলীর মর্যাদাহানি করে অথবা যা কর্তৃপক্ষ দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য হয়, তৎক্ষণাৎ, প্রাচীন (elders) ও ডিকনদের (deacons) সেখানকার কনসিসটোরী এবং নিকটবর্তী মণ্ডলী দণ্ডাদেশ দিয়ে তাদের বরখাস্ত বা দপ্তর থেকে বহিষ্কার করবে; কিন্তু বাক্যের পরিচর্যাকারী পালকদের কেবল বরখাস্ত করা হবে। তাদের সম্পূর্ণভাবে দপ্তর থেকে পদচ্যুত করা হবে কি-না তা অনুচ্ছেদ ১১ উল্লিখিত সিনোডের প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে ক্লাসিস-এর (Classis) বিচার বিবেচনার বিষয় হবে।

**অনুচ্ছেদ ৮০**

অধিকন্তু, অমার্জিত পাপগুলোর মধ্যে, যেগুলি দপ্তর থেকে বরখাস্ত অথবা পদচ্যুত



হওয়ার উপযোগী, সেগুলির প্রধান প্রধান অপরাধগুলি হল: ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার অথবা ধর্মদ্রোহিতা, প্রকাশ্যে বিভেদ বা অনৈক্য সৃষ্টি, প্রকাশ্যে ধর্ম বা ঈশ্বর নিন্দা, আধ্যাত্মিক বিষয় বেচা বা কেনা (যেমন ক্ষমা ইত্যাদি), দপ্তরের সঙ্গে বিশ্বাসহীন ছলনা অথবা অন্যের দপ্তরে অনধিকার প্রবেশ ও হস্তক্ষেপ, শপথভঙ্গ, ব্যভিচার, অবিবাহিত নারী পুরুষের অবৈধ যৌন সংগম, চৌর্যবৃত্তি, হিংস্রতা, স্বভাবসিদ্ধ মত্ততা, ঝগড়া বিবাদ বা কলহ, নোংরা এবং অবৈধভাবে উপার্জন–সংক্ষেপে, সব ধরনের পাপ এবং অপরাধ, যা অপরাধীকে জগতের সামনে কলঙ্কিত করে! মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি সদস্য উপরোক্ত পাপ বা অন্যায় করলে, তিনিও মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

**বিবিধ:**

**অনুচ্ছেদ ৮১**

বাক্যের পরিচর্যাকারী পালক (minister), প্রাচীন (elders), ও ডিকনগণ (deacons) প্রভুর ভোজ উদযাপনের পূর্বে খ্রীষ্টিয় রীতি অনুযায়ী নিজেরা নিজেদের তিরস্কার করবে, এবং তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে একে অন্যকে মৃদু ভর্ৎসনা করবে।

**অনুচ্ছেদ ৮২**

তাদের প্রতি যারা তাদের সদস্যপদ স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ জানাবে, তাদের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে দুইজন কনসিসটোরী সদস্য স্বাক্ষরিত চিঠি বা প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে, অথবা চার্চের সীল ব্যবহার করা হয়েছে এমন চিঠিতে একজন স্বাক্ষর করলেই তা গৃহীত হবে।

**অনুচ্ছেদ ৮৩**

এছাড়াও, গরীবরা যারা পর্যাপ্ত কারণবশত সদস্যপদ স্থানান্তর করবে, ডিকনরা (deacons) যেমন পর্যাপ্ত মনে করবেন সেই অনুসারে তাদের আর্থিক সহায়তা দেবেন। কনসিসটোরী (Consistory) ও ডিকনরা (deacons) লক্ষ্য রাখবেন যে, যেন তারা তাদের দুঃস্থ মণ্ডলী ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে অতি আগ্রহী হয়ে, অন্যান্য মণ্ডলীর বোঝা হয়ে না ওঠেন।

**অনুচ্ছেদ ৮৪**

কোন মণ্ডলী কোনভাবেই অন্য মণ্ডলীর উপর কর্তৃত্ব করবে না; তেমনই, কোন দপ্তর (পরিচর্যাকারী পালক (minister) প্রাচীন (elders) অথবা ডিকন (deacons) অন্য একটি দপ্তরের উপর কর্তৃত্ব করবে না।

**অনুচ্ছেদ ৮৫**

যে সব মণ্ডলী, যাদের প্রথা ও পদ্ধতি আমাদের থেকে (কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চ) ভিন্ন, এবং নিছক অপ্রয়োজনীয়—তাদের অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

**অনুচ্ছেদ ৮৬**

চার্চের আইনসিদ্ধ, আদেশাবলী সম্বন্ধীয় এই অনুচ্ছেদগুলি সর্ব সম্মতিক্রমে এমনভাবে লিখিত ও গৃহীত হয়েছে যে, সেগুলি পরিবর্তন করা, বর্ধিত করা, অথবা খর্ব বা হ্রাস করা যাবে না; যদি না মণ্ডলীর কোন উপকারের স্বার্থে পরিবর্তনের দাবী ওঠে। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন মণ্ডলী সদস্যদের (congregation) অথবা ক্লাসিসের (classis) কিছু করার স্বাধীনতা থাকবে না, কিন্তু, সেগুলি পালন করতে সর্বদা তারা সচেষ্ট থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধারণ সিনোড এই বিষয় (পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন) আদেশ দেয়।

**চার্চ অর্ডার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ:**

কিছু অনুচ্ছেদ যেগুলি স্থানীয় পরিস্থিতির নিরিখে প্রাসঙ্গিক বা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু যেহেতু সেগুলি মূল ডরড্রেচ চার্চ অর্ডারের (Church Order of Dordrecht) অংশ, অথবা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত, সেহেতু সেগুলিকে চার্চ অর্ডারের মধ্যে ধরে রাখতে হবে।

খ. ঊর্ধ্বতন সমাবেশের অনুপস্থিতিতে, ক্ষুদ্রতর সমাবেশই পরিচালনা করবে।

গ. যেখানে অনুচ্ছেদগুলিতে ঊর্ধ্বতন সমাবেশের কাছে আবেদন করা, পরামর্শ অথবা সম্মতি নেওয়ার বিধান দেওয়া আছে, সেখানে কনসিসটোরী (Consistory) সহমণ্ডলীর কাছে পরামর্শ চাইবে।



পুনর্বিবেচনার বিবরণ (Revision Notes)

১. এই চার্চ অর্ডার কভেন্যান্ট ইভানজেলিক্যাল রিফর্মড চার্চের কনসিসটোরী দ্বারা ১লা মার্চ ২০১১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল এবং ৩রা জুলাই ২০১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হয়েছিল।

২. আমাদের সহমণ্ডলীর (PRCA এবং CPRCNI) সঙ্গে চুক্তির বিষয় অনুসরণ করে, অনুচ্ছেদ ৬১ এবং ৬৯ সংশোধন করে সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল (প্রসঙ্গ, অষ্টম এস এম কার্যবিবরণী, ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ [refer 8th SM minutes, dated 23 September 2015]